শেখ হাসিনার উদ্যোগ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২



হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

ISO 9001:2015 Certified

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান এর বাণী	০১
০২	এক নজরে হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০২
০৩	সভাপতি এর প্রতিবেদন	০৩
০৪	কোষাধ্যক্ষ এর প্রতিবেদন	০৪-০৫
০৫	জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন	০৬
০৬	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহক/বিদ্যুৎ প্রত্যাশীগণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী বিজ্ঞপ্তি	০৭
০৭	বিদ্যুৎ সংযোগের বিভিন্ন ফি ও মূল্য হার সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি	০৮
০৮	গ্রাফ চিত্রে পবিস এর অগ্রগতি ও উপজেলা সমূহ শতভাগ বিদ্যুতায়নের তথ্য	০৯-১১
০৯	আলোক চিত্রে পবিস এর কতিপয় কার্যক্রম	১২-১৩
১০	পবিস এর বর্তমান পরিচালনা বোর্ড	১৪
১১	পবিস ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পরিচিতি	১৫
১২	বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংক শাখা সমূহের তালিকা	১৬

বার্ষিক সদস্য সভার তারিখ ঃ ০২ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার

প্রচ্ছদ পরিচিতি

- হবিগঞ্জ পবিস এর সদর দপ্তর অফিস ভবন, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
- মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ।
- হবিগঞ্জ পবিস এর বাহুবল সাব স্টেশন।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

চেয়ারম্যান এর বাণী



"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিস সমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৮০০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৯ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৫২৮ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৯৮ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৪৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৯.০১%।

০৩। **"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"** এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ **"আলোর ফেরিওয়ালা"** হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক **"উঠান বৈঠক"** কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার **"আমার গ্রাম আমার শহর"** বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, **'হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'** বিগত ০২/০৫/১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর' ২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮০০৫ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৫,২৬,৫৬০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকের হার ৯০% এবং এদের মধ্যে ২৮.৭৭% Life line Consumer হওয়ায় ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/ গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। **'হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'** এর **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়** মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি **'হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'** এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

(মোহাং সেলিম উদ্দিন)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ।

এক নজরে হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

০১।	সমিতির এলাকার আয়তন	ঃ	২,৭৭২ বর্গ কিঃমিঃ।
০২।	অন্তর্ভূক্ত উপজেলার সংখ্যা ও নাম	ঃ	১৪ টি (হবিগঞ্জ জেলার ০৯টি উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট, মাধবপুর, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই ও আজমিরীগঞ্জ। সুনামগঞ্জ জেলার ০৩টি উপজেলা (আংশিক) দিরাই, শাল্লা, জগন্নাথপুর, সিলেট জেলার ০১টি উপজেলা (আংশিক), ঊসমানী নগর ও বি-বাড়ীয়া জেলার ০১টি উপজেলা (আংশিক), নাসির নগর।
০৩।	ইউনিয়ন ও পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	৮৯টি (হবিগঞ্জ জেলার ৮৩টি ও সুনামগঞ্জ জেলার ০৪টি (আংশিক), সিলেট জেলার ১টি (আংশিক) ও বি-বাড়ীয়া জেলার ০১টি (আংশিক)।
০৪।	গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২,১৮৪টি (হবিগঞ্জ জেলার-২১৪২টি, সুনামগঞ্জ জেলার ৩৮টি, সিলেট জেলার ০২টি, ও বি-বাড়ীয়া জেলার ০২টি)।
০৫।	সমিতি নিবন্ধনের তারিখ	ঃ	১২ অক্টোবর, ১৯৮০ খ্রিঃ।
০৬।	আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	০২ মে, ১৯৮২ খ্রিঃ।
০৭।	সমিতির এলাকা সংখ্যা	ঃ	০৭ টি।
০৮।	বিদ্যুতায়িত এলাকা	ঃ	০৭ টি।
০৯।	এলাকা পরিচালকের সংখ্যা	ঃ	০৫ জন।
	বিভিন্ন শ্রেণি পেশা ও ডাইরেক্টর এটলার্জ	ঃ	০৩ জন।
১০।	মহিলা পরিচালকের সংখ্যা	ঃ	০৩ জন।
১১।	সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৭৩৭ জন।
১২।	জোনাল অফিসের সংখ্যা ও নাম	ঃ	০৫ টি (নোয়াপাড়া, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, চুনারঘাট ও লাখাই)।
১৩।	সাব-জোনাল অফিসের সংখ্যা ও নাম	ঃ	০৪ টি (বাহুবল, মাধবপুর, আজমিরীগঞ্জ ও ইনাতগঞ্জ)।
১৪।	এরিয়া অফিসের সংখ্যা ও নাম	ঃ	০২ টি (শাহজীবাজার ও মীরপুর)।
১৫।	অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	২২টি।
১৬।	উপ-কেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	ঃ	১৮টি ও ২৬০ এমভিএ।
১৭।	নির্মিত লাইনের পরিমাণ	ঃ	৭৯৩৯ কিঃমিঃ
১৮।	বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ	ঃ	৭৯৩৯ কিঃমিঃ
১৯।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২১৮৪টি।
২০।	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ	৫১৪৮৭৬ জন।
২১।	মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৫১৪৮৩৩ জন।
	(ক) আবাসিক	ঃ	৪৬৪৪০৮ জন।
	(খ) বাণিজ্যিক	ঃ	৩৬২০৬ টি।
	(গ) সেচ	ঃ	৩৫৩৬ টি।
	(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প	ঃ	২৪৪৩ টি।
	(ঙ) বৃহৎ শিল্প	ঃ	১৪০ টি।
	(চ) রাস্তার বাতি	ঃ	৬০৬ টি।
	(ছ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	৭৪৯৪ টি।
২২।	সংযোগপ্রাপ্ত চা বাগানের সংখ্যা	ঃ	২২ টি।
২৩।	বিদ্যুৎ ক্রয় (২০২১-২০২২ খ্রিঃ অর্থ বৎসর)	ঃ	৭৩,৯৩,৭১,২৭৮ কিঃওঃঘঃ।
২৪।	বিদ্যুৎ বিক্রয় (২০২১-২০২২ খ্রিঃ অর্থ বৎসর)	ঃ	৬৭,৭৪,৭৭,১৮৫ কিঃওঃঘঃ।
২৫।	গড় সিস্টেম লস (২০২১-২০২২ খ্রিঃ অর্থ বৎসর)	ঃ	৮.৩৭%
২৬।	বিল আদায়ের গড় হার (২০২১-২০২২ খ্রিঃ অর্থ বৎসর)	ঃ	৯৯.৮২%
২৭।	বকেয়া মাস	ঃ	১.১২

শেখ হাসিনার উদ্যোগ



সভাপতির প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক-সদস্যবৃন্দ, সহকর্মী পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ আস্সালামু আলাইকুম। বসন্তের এ শুভদিনে আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনকে স্বার্থক করার মানসে সকল কর্মব্যস্ততার মাঝেও দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এই এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত সমিতির সকল এলাকায় সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় সুধী মন্ডলী, আমরা জানি বিদ্যুতায়ন কর্যক্রম একটি অত্যন্ত ব্যয় বহুল, সময় সাপেক্ষ। আমাদের মত স্বল্প আয়ের দেশে আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও জেলার শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের বিশাল অর্জন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে এক অনুষ্ঠানে গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। আজকের এই মহতী সাধারণ সভায় গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

প্রিয় গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশের এত উন্নতি ও অগ্রগতির পিছনে বিরাট ভূমিকা পালন করছে বিদ্যুৎ সেক্টর। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা এখন এক মূহুর্তও চলতে পারি না দেশের শিল্পাঞ্চল, শিক্ষাখাত, চিকিৎসা সেবা, খাদ্য সামগ্রী যোগাযোগ ব্যবস্থা আমদানি রপ্তানী সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। বিদ্যুৎ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। আগে শহরগুলোতে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলেও এখন গ্রামীণ জনপদে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে।

প্রিয় গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার, নিরাপদ বিদ্যুৎ লাইন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অন্যতম পূর্বশর্ত। গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানকল্পে লাইনের নিকটবর্তী বাঁশ, গাছ ও গাছের ডালপালা কাটা প্রয়োজন হয়। এতে একদিকে যেমন অবিরত বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয় তেমনি রোধ করা যায় অনাকাংখিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এবং রোধ হয় বিদ্যুতের অপচয়। এক্ষেত্রে অনেকেই সহায়তা করলেও সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ সহযোগিতা করেন না বা করতে চান না। আবার কেউ কেউ অফিসকে না জানিয়ে বাঁশ এবং গাছ কেটে বিদ্যুৎ লাইনের উপর ফেলে কিংবা নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রেখে বিতরণ লাইনের নীচে কিংবা পাশে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বা লাইনের টানা তার কেটে দিয়ে লাইনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলেন। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া ছাড়াও জানমালের ব্যাপক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। আমাদের সকলের নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের স্বার্থে এ ব্যাপারে সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আপনারা জানেন হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা আপনাদের মাঝে সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থই সমিতির একমাত্র আয়ের উৎস। ফলে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে সমিতি পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে। দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, অনেক গ্রাহক সদস্য নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় সমিতির বিরাট অংকের টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ফলে বাধ্য হয়ে গ্রাহক সদস্যদের বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হচ্ছে। এতে গ্রাহক সদস্যগণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তেমনি সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় হেয় প্রতিপন্ন হন। আর সমিতির কর্মচারীদের নির্ধারিত কাজের পরিবর্তে বকেয়া আদায়ের জন্য গ্রাহকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় বলে তাদের নির্ধারিত কাজ বিঘ্নিত হয়। ফলে সমিতির গ্রাহক সেবার মান হ্রাস পায় যা আমাদের কারোই কাম্য নয়। কাজেই সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতিকে সচল রাখতে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, আপনারা অবগত আছেন, সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হলেও **"লাভ নয়-লোকসান নয়"** নীতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাহকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সকল গ্রাহক সদস্যগণ আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার কারণেই আজ সারাদেশের মত অত্র এলাকারও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং একই সাথে এই জনপদেরও সমৃদ্ধি ঘটেছে, কমেছে গ্রাম-শহরের ব্যবধান, হ্রাস পেয়েছে দারিদ্রতা এবং বেড়েছে শিক্ষার হার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা। কাজেই বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার করা, বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা, বৈদ্যুতিক লাইনের সরঞ্জামাদি চুরি বন্ধ করার কাজে সমিতি কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহক সদস্যদের পাশাপাশি মিডিয়া কর্মীগণের ভূমিকাও কম নয়। বিদ্যুতের অপরিহার্যতা, গ্রাহক এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের অবদান সম্পর্কে আপনারা সবসময়ই জ্ঞাত এবং ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে আসছেন। তার জন্য আমরা আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আগামীতেও আপনারা আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে- দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য উপস্থিত সকলকে আবারও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন আমাদের সকলকে করোনা ও ওমিক্রন ভাইরাস মহামারি সংক্রমন থেকে রক্ষা করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ- জয় বাংলা।

(মোঃ আব্দুল আউয়াল তালুকদার)
সভাপতি, সমিতি বোর্ড,
হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

বিদ্যুৎ দেশের প্রাণপ্রবাহ, এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম



কোষাধ্যক্ষ-এর প্রতিবেদন

হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সম্মানিত পরিচালক মন্ডলী এবং গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ আজকের এ শুভ দিনে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের অবগতির জন্য সমিতির ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী
(অর্থ বৎসর ২০২১-২০২২)

ক্রমিক নং	বিবরণী	টাকার পরিমাণ
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৪৬৯,০২,৮১,৬০৭.০০
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	১২,৮৯,০০,৬৫১.০৪
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	৪৮১,৯১,৮২,২৫৮.০৪
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয় খাতে ব্যয়	৩৫১,৯০,৮৪,৮৮২
০৫	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০,৬২,৬৮,৫৫৬.৩৭
০৬	গ্রাহক হিসাব খাতে ব্যয়	১৯,৯৯,১৩,১৮১
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খাতে ব্যয়	১৩,২৮,৯৪,১০৬.৩৯
০৮	মোট পরিচালন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (৪ হইতে ৭)	৪০৫,৮১,৬০,৭২৫.৭৬
০৯	অবচয় এমরটাইজেশন খাতে ব্যয়	৫৪,৬৬,৫৯,০৯৮
১০	কর খাতে ব্যয়	১,২৪,৬৫,১৮৭
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১৭,৫৮,১৭,১৯৪
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে মোট ব্যয় (৮ হইতে ১১)	৪৭৯,৩১,০২,২০৪.৭৬
১৩	পরিচালন মার্জিন (৩ হইতে ১২)	২৬,০৮,০০,৫৩.২৮
১৪	অপরিচালন মার্জিন সুদ	৫,৭৩,৪৪,১০৪.৫৬
১৫	অপরিচালন মার্জিন- অন্যান্য	৫৮,৮৫,৮৩১
১৬	নীট মার্জিন (১৩+১৪+১৫)	৮,৯৩,০৯,৯৮৮.৮৪

বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত আপনার অতিরিক্ত আলোকসজ্জা বন্ধ রাখুন অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ দিন।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

কোষাধ্যক্ষ-এর প্রতিবেদন

উদ্বৃত্ত অংশ

(৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	উপযোগী প্ল্যান্ট		ক্রঃ নং	ইক্যুইটি মার্জিন	
০১	ব্যবহার উপযোগী প্ল্যান্ট	১১০৪,১১,৫৯,৪৬৬.৮৭	০১	সদস্য চাঁদা ইস্যুকৃত	৯০,৫৩,৭৪৬.৭৫
০২	ক্রমপুঞ্জিত সংরক্ষিত অবচয়	২৫৭,৭৮,৭০,১৩২.৮	০২	সদস্য চাঁদা ইস্যুকৃত নয়	১,১৮,৮২,৪৯৭
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী প্ল্যান্ট (১ হইতে ২)	৮৪৬,৩২,৮৯,৩৩৩.৮৭	০৩	পরিচালন লভ্যাংশ পূর্ববর্তী বৎসর	-৫৫,৯১,৭৭,৯৪৫.০৮
০৪	নির্মাণাধীন প্ল্যান্ট	২২,৩২,৪৯,২৩৬.১৮	০৪	পরিচালন লভ্যাংশ চলতি বৎসর	২,৬০,৮০,০৫৩.২৮
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্ল্যান্ট (৩+৪)	৮,৬৮,৯৪,৩৮,৫৭০.০৫	০৫	পরিচালন মার্জিন সরকারি তহবিল	৪৪,১৩,২৯০
	বিনিয়োগ		০৬	অপরিচালন মার্জিন পূর্ববর্তী বৎসর	৮৬,২২,২২,৯৯৫.৩১
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	৩,৪২,৮৫,৬২৩.৬৯	০৭	অপরিচালন মার্জিন চলতি বৎসর	৯,৩২,২৯,৯৫৫.৫৩
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	৫৪,০৩,৮৩,৮৯২.৮৭	০৮	লাভে প্রাপ্ত ও অর্জিত মূলধনী লাভক্ষতি	৮৬,২৫,৪০,২৫৩.৮৬
০৮	বিআরইবি রিজলভিং ফান্ড	৭,৬৮,২১,২০২	০৯	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (১ হইতে ৮)	৮৬,২৫,৪০,২৫৩.৮৬
০৯	ইনভেস্টমেন্ট ইন এসোসিয়েট কোম্পানীজ	১৪,৬০,৪৫,৭৫০			
১০	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১৬২,৭২,৮৪,১৪৭.৩৭		দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	
১১	মোট বিনিয়োগ (৬ হইতে ১০)	২৪২,৫১,৩০,৬১৫.৮৩	১০	বাপবিবোর্ড হইতে লগদ ঋণ	৫৪,৯০,০০০
	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি		১১	বাপবিবোর্ড হইতে কাইন্ড	৮৪৪,৪৪,০৫,৫৯৮.২৪
১২	লগদ	৮৪,১৮,৫৭,৭৫৪.৭৪	১২	বাপবিবোর্ড হইতে কাইন্ড-প্রভিশনাল	৫৮,৫৬,৭১,৪০১.৫৮
১৩	খুচরা তহবিল	২,৭০,০০০	১৩	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ অন্যান্য (১০+১১+১২)	৯০৩,৪৫,৬৬,৯৯৯.৮২
১৪	স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ	০		অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী বিবিধ ঋণ মোট	
১৫	বিশেষ জামানত	৯৫,০৮৫,৭৫	১৪	গ্রাহক জামানত	৫৪,৬১,৯৪,২০৯.৩৫
১৬	গ্রাহক হিসাব খাতে প্রাপ্য বিল	৪৪,৯৯,৮০,২২৪.২৪	১৫	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর আর্থিক সুবিধাদি	৯২,০৫,৫৩,৪৯৫.৫৮
১৭	অনলাইন বিদ্যুৎ বিলের সঞ্চিতি	-১৫,২৮,২৩,৫৯৯.৪১	১৬	মোট অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায় (১৪ হইতে ১৫)	১৪৮,৬৬,৪৭,৬৭৪.৭৩
১৮	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	১৭,৯৪,১১,১৯০.৯৫		চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	
১৯	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	৭৩,৪২,৮৪,৪৩৯.৬৫	১৭	একচুইটিস পেয়েবল	২৯,৪৫,৮৩,২৩৫
২০	হার্ডওয়্যারিং মালামাল মজুদ	৩,৬৩,৫৮৯.৭৬	১৮	সেচ খাতে অগ্রীম	--
২১	অগ্রিম পরিশোধ	১,৯৩,১০,৪০০	১৯	প্রদেয় কর	--
২২	অন্যান্য চলতি প্রাপ্য সম্পত্তি	৪,৮৬,৫৮৯.৯	২০	উত্তীর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	৩,৩৮,৫৪,৫২০
২৩	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১২ হইতে ২২)	২০৭,৩২,৩৫,৬৭৫.৫৮	২১	উত্তীর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৫১,৯৫,৩৭,৪০৫.৭
			২২	অন্যান্য চলতি পরিশোধযোগ্য দায়	৩,৯৫,০৯,১৫২.৫২
	বিলম্বিত পাওনা সমূহ		২৩	মোট চলতি পরিশোধযোগ্য দায় (১৭ হইতে ২২)	৮৮,৭৪,৮৪,৩১৩.২২
২৪	এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রোপার্টি লসেস	৫,৪৩,২৫,২১২.৬		বিলম্বিত দায়	
২৫	প্রিলিমিনারী সার্ভে/ইনভেস্টিগেশন চার্জ		২৪	নিরাপত্তা জামানত (অগ্রীম)	৯২,১৩,০৮৯.৫১
২৬	আনক্লাসিফাইড ব্যয়	৮,৬৫,৯২৭.৪৯	২৫	নির্মাণ খাতে গ্রাহক হইতে (অগ্রীম)	০
২৭	অস্থায়ী সুবিধাদি		২৬	বিবিধ বিলম্বিত দায়	৫৯,৩১,৮৫,২৫১.৩৮
২৮	বিবিধ বিলম্বিত পাওনা	৪,৯০,৪৫,৮৫১.৩৯	২৭	মোট বিলম্বিত দায় (২৪ হইতে ২৬)	৬০,২৪,৯৮,৫৪০.৫৯
২৯	মোট বিলম্বিত পাওনা (২৪ হইতে ২৮)	১০,৪২,৩৬,৯৯১.৪৮	২৮	মোট বিবিধ দায় ও দেনা (৯+১৩+১৬+২৩+২৭)	১৩২৯,২১,৪১,৮৫৩.০৪
৩০	মোট সম্পত্তি পাওনা (৫+১১+২৩+২৯)	১৩২৯,২১,৪১,৮৫৩.০৪			

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রতিবেদন পাঠ এখানেই শেষ করছি।

(মোহাম্মদ রেজাউল কবির লস্কর)
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

পিক আওয়ারে (বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা) শিল্প কারখানা বন্ধ রাখুন,
গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ দিন।



জেনারেল ম্যানেজার-এর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার** সম্মানিত সভাপতি ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাপবিবোর্ডের ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ,আমন্ত্রিত অতিথি ও সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। আজকের এ অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত হতে কষ্ট করে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের সরব উপস্থিতি আমাদের করেছে ধন্য, উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত।

বসন্তের স্নিগ্ধ সকালে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার প্রতিবেদন পাঠের শুরুতেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই মহান শহীদদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন মাতৃভূমি পেয়েছি, পেয়েছি স্বাধীনতা।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্য ও অতিথিবৃন্দ, বিদ্যুৎ যেমন উন্নয়নের চাবিকাটি, ঠিক তেমনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম উপাদান। বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদ্যুতের বহুমুখী ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অগ্রযাত্রা। ২রা মে ১৯৮২ সালে আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। অত্র পবিসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮০০৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে হবিগঞ্জের ০৯টি উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলার ০৩টি উপজেলার (আংশিক), সিলেট জেলার ০১টি উপজেলার (আংশিক) এবং বি-বাড়িয়া জেলার ০১ টি উপজেলার (আংশিক) প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির ৫,২৬,৫৬০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক সেবা সহজতর করা সহ দ্রুত বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ০৫টি জোনাল অফিস, ০৪টি সাব জোনাল অফিস, ০২টি এরিয়া অফিস এবং ২২টি অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ০৯টি উপজেলাই শতভাগ বিদ্যুতায়ন শেষ হয়েছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, আপনারা নিশ্চই অবগত আছেন যে, পল্লী বিদ্যুৎ কার্যক্রম সূচনালগ্ন থেকে ২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৬ বছরের তুলনায় বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ১৩ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যার তুলনা বিশ্বে বিরল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে খুব সহজেই **"আমার গ্রাম আমার শহর"** বাস্তবায়ন এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার জন্য চালু হয়েছে **"আলোর ফেরিওয়ালা"** এমনকি করোনা মহামারী দুর্যোগকালে ও **"আলোর গেরিলা"** হয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। যার মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ অতি সহজে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, হবিগঞ্জ জেলা বর্তমানে একটি শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়েছে। দ্রুত গতিতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান, সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার একমাত্র সহায়ক শক্তি কোয়ালিটি সম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৮টি উপকেন্দ্র, ১০টি ৩৩ কেভি ফিডার এবং ৯৯টি ১১ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ডুয়েল সোর্স নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শাহজীবাজার গ্রীডের পাশাপাশি শ্রীমঙ্গল গ্রীড থেকেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জি টু জি প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জে নতুন ০১টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনে পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করাসহ নানাবিদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রিয় গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার, নিরাপদ বিদ্যুৎ লাইন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অন্যতম পূর্বশর্ত। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম প্রধান অন্তরায় বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে থাকা গাছ, গাছের ডালপালা ও বাঁশঝাড়। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে লাইনের পার্শ্বের গাছ, গাছের ডালপালা এবং বাঁশঝাড় কর্তন কাজে সহায়তা করার জন্য আপনারদেরকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আবার কেউ কেউ অফিসকে না জানিয়ে বাঁশ এবং গাছ কেটে বিদ্যুৎ লাইনের উপর ফেলে কিংবা নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রেখে বিতরণ লাইনের নীচে কিংবা পাশে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বা লাইনের টানা তার কেটে দিয়ে লাইনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলেন। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া ছাড়াও জানমালের ব্যাপক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বর্তমানে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর চালু লাইন হতে কিছু কিছু এলাকায় তার ও ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় একদিকে যেমন অত্র সংস্থা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকগণকে বিদ্যুতের অভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। তাই সংঘবদ্ধ চোরদের ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করা এবং স্ব স্ব এলাকায় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি চোরচক্রকে ধরে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে- প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ যারা বিভিন্নভাবে উপদেশ, পরামর্শ ও শ্রম তথা সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর করতে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। তারপরও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পবিস-এর সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা চেয়ে এবং বিশ্বব্যাপী করোনা ও ওমিক্রন ভাইরাস মহামারী সংক্রমন থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। সকলেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ সকলের সহায় হোন। জয় বাংলা।

ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেয়া
সমিতির উদ্দেশ্য।

(প্রকৌশলী সুজিত কুমার বিশ্বাস)
জেনারেল ম্যানেজার
হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহক/বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশীগণের প্রতি

দৃষ্টি আকর্ষণী বিজ্ঞপ্তি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল সম্মানিত গ্রাহক ও জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়াদি অবহিত করা হইল ঃ

০১। পল্লী বিদুৎ সমিতির আওতায় সকল এলাকায় শতভাগ লাইন নির্মাণ পূর্বক শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নতুন গড়ে উঠা বাড়িঘর (আবাসিক) বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন হইলে ঘরটি সার্ভিস লাইন হইতে ১৩০ ফুট মধ্যে হইলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান ও বাপবিবো কর্তৃক অনুমোদিত মালামাল দ্বারা হাউজ ওয়্যারিং সম্পন্ন করে অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করুন। আবেদনপত্র অনুমোদন হইলে আপনার মোবাইলে ম্যাসেস (বার্তা) আসবে, উক্ত ম্যাসেস (বার্তা) অনুযায়ী রকেট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ অত্র পবিসের অনুকুলে জমা প্রদান করুন।

০২। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির আশ্বাসে কাহাকেও কোন প্রকার অর্থ প্রদান করিবেন না। অফিসের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা দিয়া অফিসের ক্যাশিয়ার এর নিকট থেকে উক্ত অর্থ জমা প্রদানের দাপ্তরিক রশিদ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে রশিদ ব্যতীত কোন অর্থ লেনদেনের সুযোগ অথবা বিধান নাই।

০৩। যদি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবৈধ/ঠিকাদার কোন অর্থ দাবী করেন সেই ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারকে সাথে সাথে বিষয়টি অবহিত করুন। আপনি ইচ্ছা করিলে বিষয়টি গোপনীয়ভাবে সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার অথবা অন্যান্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারেন।

০৪। পল্লী বিদুৎ সমিতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাম বিদ্যুৎবিদ দ্বারা ওয়্যারিং করানো যাবে, ওয়্যারিং এর উদ্দেশ্যে সকল মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যে কোন দোকান হইতে গ্রাহক নিজে ক্রয় করিতে পারিবেন। বিদ্যুৎ সংযোগের লক্ষ্যে আফিসিয়াল রশিদ ছাড়া কোন প্রকার অর্থ প্রদান হইতে বিরত থাকুন।

০৫। সরকারি প্রকল্পের আওতায় লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল নির্মাণ স্থলে পরিবহনের দায়িত্ব সমিতি কর্তৃপক্ষ/ নির্মাণ ঠিকাদারের, মালামাল প্রদান/ পরিবহনের নামে কেহ কোন অর্থ দাবী করিলে বা আপনার নিজ খরচে মালামাল পরিবহনের প্রস্তাব দিলে তাৎক্ষনিকভাবে বিষয়টি সমিতির জেনারেল ম্যানেজার/ যে কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করুন। আপনি ইচ্ছা করিলে গোপনীয়ভাবে সমিতির জেনারেল ম্যানেজার অথবা অন্যান্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারেন।

০৬। অভিযোগ নিরসন, মিটার সংযোগ বা অন্য কোন কাজের জন্য সমিতির কোন কর্মচারী বখশিষ বা যাতায়াত খরচ বা মালামালের মূল্য বা মোটর সাইকেলের পেট্রোল খরচ ইত্যাদি খাতে কোন টাকা দাবী করিলে তাহা প্রদান হইতে বিরত থাকুন এবং তাহাকে ধরাইয়া দিন। এই জাতীয় সকল খরচই অফিস কর্তৃক বহন করা হয়।

০৭। সমিতির মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সুপারভাইজার/ কর্মচারীদের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পরিচয়পত্র দেওয়া আছে। সমিতির সাথে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে ভূয়া পরিচয়ে কেহ কোন প্রকার অবৈধ কাজ করিলে অথবা অর্থ দাবী করিলে তাহার পরিচয়পত্র যাচাই করিয়া দেখুন এবং ভূয়া পরিচয় প্রদানকারীকে থানায় সোপর্দ করুন বা তাহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সমিতিকে সরবরাহ করুন।

০৮। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে দূর্নীতি মুক্ত করিবার ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন ধরণের অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর ও জোনাল অফিসে সংরক্ষিত অভিযোগ বাক্সে লিখিত অভিযোগ দাখিলসহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির টেলিফোন নম্বরে (০৮৩৩২-৫৬৬৪২) অবহিত করুন।

০৯। এতদসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি/ গ্রাহক/ সংযোগ প্রত্যাশী লাইন নির্মাণ/ বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত কাজে কোন দালালকে অর্থ প্রদান করিয়া প্রতারিত হইলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকিবে না। সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের স্বার্থে এতদবিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা যাইতেছে।

উন্নয়নের মহাসড়কে, বিদ্যুৎ আছে সকলের সাথে।

অনুরোধক্রমে
পবিস কর্তৃপক্ষ

বিদ্যুৎ সংযোগের বিভিন্ন ফি ও মূল্যহার সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১। আবাসিক, বাণিজ্যিক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জামানত ঃ

নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে ঃ

	গ্রাহক শ্রেণি	অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জামানতের হার (টাকা,কি.ও.)
১	আবাসিক/সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	২ কি.ও. পর্যন্ত	৪০০
২	আবাসিক এবং সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	২ কি.ও. এর উর্ধ্বে	৬০০
৩	ক্ষুদ্র শিল্প/নির্মাণ/শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল/ রাস্তার বাতি/পানির পাম্প/ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন/ বাণিজ্যিক ও অফিস/ অস্থায়ী	সকল	৮০০
৪	৫০ কি.ও. থেকে ৩০ মে.ও.	সকল	১০০০

০২। নতুন সংযোগের আবেদন ফি ১৫% ভ্যাট সহ ঃ

	লোড		স্থায়ী	অস্থায়ী
নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	০ হতে ৫০ কি.ও.	ক) এক ফেজ	১১৫	২৮৮
		খ) তিন ফেজ	৩৪৫	৫৭৫
	৫০ কি.ও. থেকে ৩০মে.ও.		১১৫০	-
	৫০ কি.ও. থেকে ০৫মে.ও.		-	১১৫০
	২০ মে.ও.থেকে ১৪০মে.ও.		২৩০০	-

০৩। মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত ফি ১৫% ভ্যাটসহ

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	অফেরতযোগ্য ফি-এর পরিমাণ (টাকা)
০১	সকল ৩ ফেজ সংযোগের জন্য	১৭২৫.০০
০২	সকল ১ ফেজ সংযোগের জন্য (শিল্প এবং সেচ)	৫৭৫.০০

০৪। গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ পুনঃ সংযোগকরণ ফি

লোড		স্থায়ী	অস্থায়ী
০ হতে ৫০কি.ও.	ক) এক ফেজ	৬০০	২০০
	খ) তিন ফেজ	১৫০০	৪০০
৫০কি.ও. থেকে ৩০মে.ও.		৬০০০	১,০০০
১৩২ কেভিএ: ২০ মে.ও. থেকে ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে		১০,০০০	২,০০০

০৫। মিটার টেষ্টিং ফি

লোড		স্থায়ী	অস্থায়ী
০ হতে ৫০কি.ও.	ক) এক ফেজ	২০০	১৫০
	খ) তিন ফেজ	৪০০	৩০০
	এলটিসিটি	৬০০	৫০০
৫০কি.ও. থেকে ৩০মে.ও.		১০০০	১০০০
১৩২ কেভিএ: ২০ মে.ও. থেকে ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে		২০০০	২০০০

শ্রেণি ভিত্তিক বিদ্যুতের বিদ্যমান মূল্যহার ঃ

(ক) নিম্নচাপ ঃ (অনুমোদিত লোড ঃ সিঙ্গেল ফেজ ০ -৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০ -৫০ কি.ও.)

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণি	প্রতি ইউনিট মূল্য (টাকা)
ক্রঃ নং	এলটি -এ আবাসিক	
০১।	লাইফ লাইন : ০১ হতে ৫০ ইউনিট	৪.১৪
	(ক) প্রথম ধাপ : ০ হতে ৭৫ ইউনিট	৪.৬২
	(খ) দ্বিতীয় ধাপ : ৭৬ হতে ২০০ ইউনিট	৬.৩১
	(গ) তৃতীয় ধাপ : ২০১ হতে ৩০০ ইউনিট	৬.৬২
	(ঘ) চতুর্থ ধাপ : ৩০১ হতে ৪০০ ইউনিট	৬.৯৯
	(ঙ) পঞ্চম ধাপ : ৪০১ হতে ৬০০ ইউনিট	১০.৯৬
	(চ) ষষ্ঠ ধাপ : ৬০১ হতে তদুর্ধ্ব	১২.৬৩
০২।	এলটি- বি: সেচ/ কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.৫৯
০৩।	এলটি- সি: ক্ষুদ্র শিল্প	৯.৪১
০৪।	এলটি- সি: ২: নির্মাণ	১৩.২৩
০৫।	এলটি- ডি: ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.৬৪
০৬।	এলটি- ডি: ২: রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৮.৪৯
০৭।	এলটি- ডি: ৩: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৮.৪২
০৮।	এলটি- ই: বাণিজ্যিক ও অফিস	১১.৩৬
০৯।	এলটি- টি: অস্থায়ী	১৭.৬৪

(খ) মধ্যমচাপ (এমটি) ঃ ১১ কেভি (অনুমোদিত লোড ঃ ৫০কি.ও. থেকে সর্বাধিক ৫ মে.ও.)

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণি	প্রতি ইউনিট মূল্য (টাকা)			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
০১।	এমটি-১: আবাসিক	৯.২৬	৮.৩৪	--	১১.৫৮
০২।	এমটি-২: বাণিজ্যিক অফিস	১০.০৫	৯.০৫	--	১২.৫৭
০৩।	এমটি-৩: শিল্প	৯.৪৩	৮.৪৯	--	১১.৭৮
০৪।	এমটি-৪: নির্মাণ	১২.৬৩	১১.৩৭	--	১৫.৮০
০৫।	এমটি-৫: সাধারণ	৯.৩১	৮.৩৯	--	১১.৬৪
০৬।	এমটি-৬: অস্থায়ী	১৬.৫৪	--	--	--
০৭।	এমটি-৭: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৮.৩৪	৭.৫০	৬.৬৭	১০.৪২
০৮।	এমটি-৮: সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	৫.৫১	৪.৯৭	--	৬.৮৯

(গ) উচ্চচাপ (এইচটি) ঃ ৩৩ কেভি (অনুমোদিত লোড ঃ ৫ মে.ও. থেকে সর্বাধিক ৩০ মে.ও.)

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণি	প্রতি ইউনিট মূল্য (টাকা)		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
০১।	এইচটি-১: সাধারণ	৯.২৭	৮.৩৫	১১.৫৯
০২।	এইচটি-২: বাণিজ্যিক অফিস	৯.৯৪	৮.৯৬	১২.৪৩
০৩।	এইচটি-৩: শিল্প	৯.৩১	৮.৩৯	১১.৬৪
০৪।	এইচটি-৪: নির্মাণ	১১.৬৯	১০.৫২	১৪.৬১

গ্রাফ চিত্রে পবিস এর অগ্রগতি

০১। শ্রেণি ভিত্তিক গ্রাহক সংযোগ শতকরা (২০২১-২০২২ অর্থ বছর) ঃ

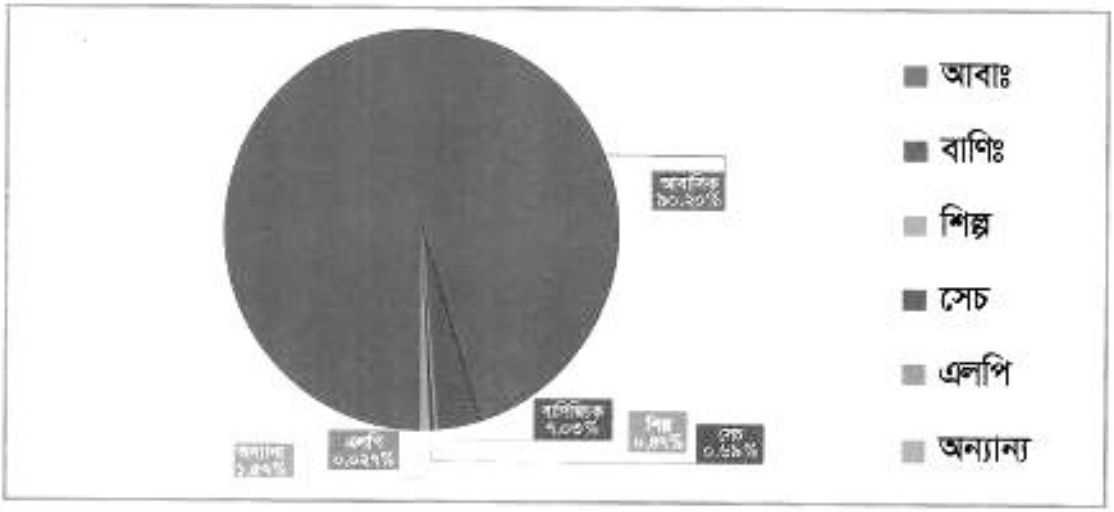

০২। শ্রেণি ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার শতকরা (২০২১-২০২২ অর্থ বছর) ঃ

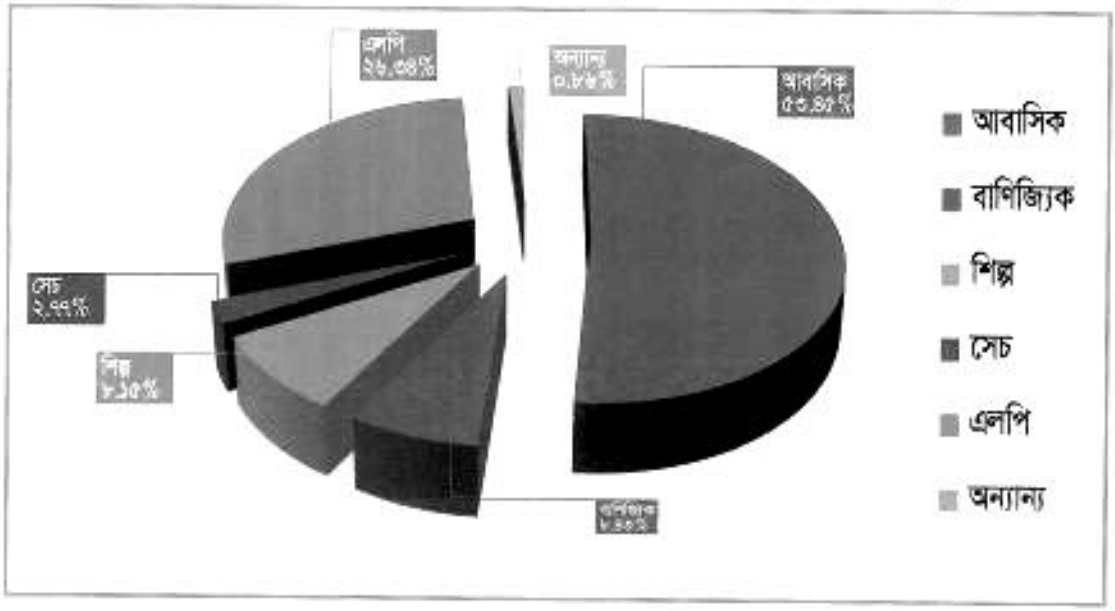

০৩। ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ঃ

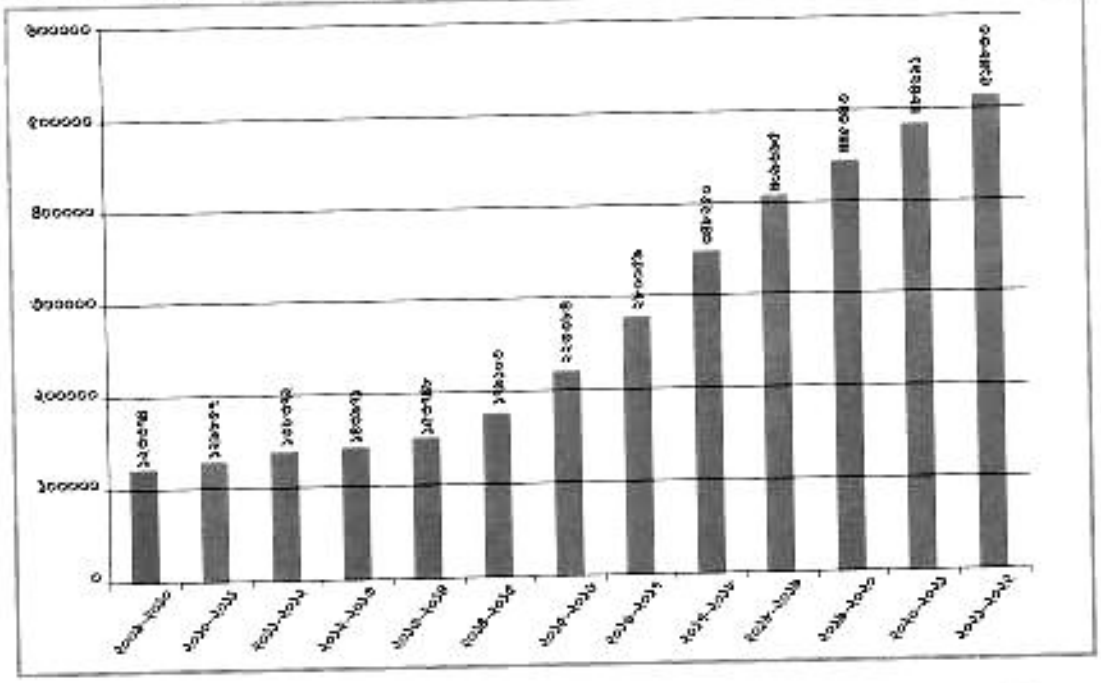

০৪। বিলকৃত, আদায়কৃত ও বকেয়া অর্থের পরিমাণ লক্ষ টাকায় (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)

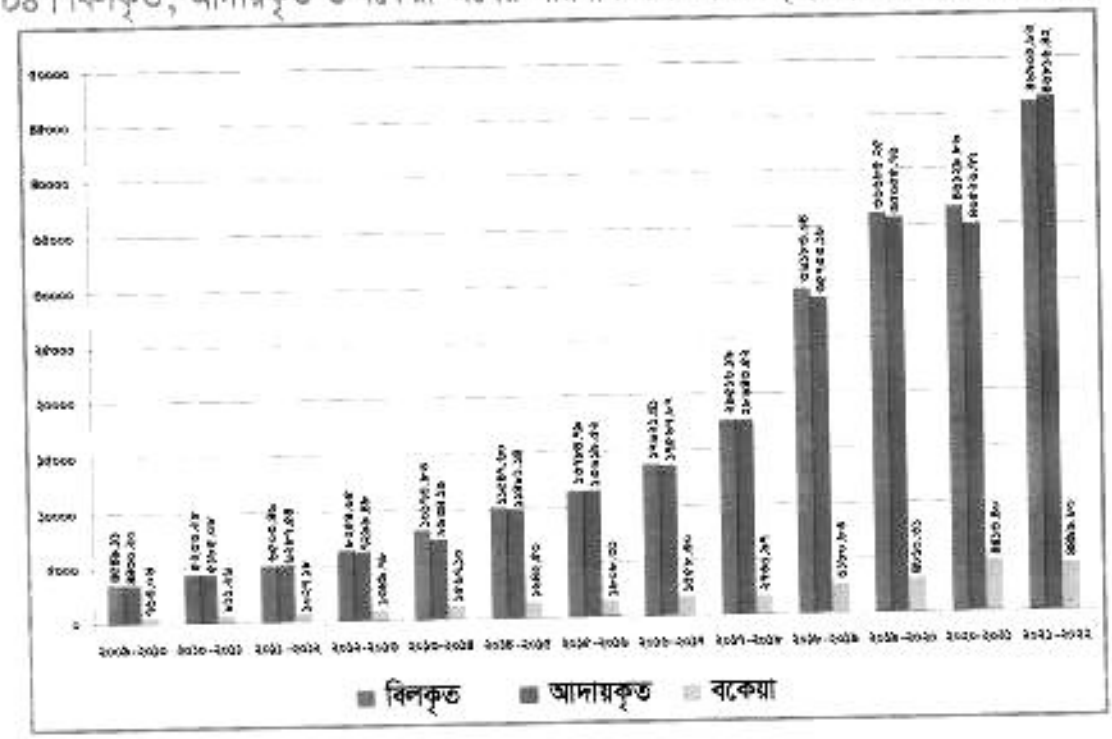

০৫। সিস্টেম লস (%) ■ সাবষ্টেশন মিটার (অনুযায়ী) ■ বিলিং মিটার (অনুযায়ী)

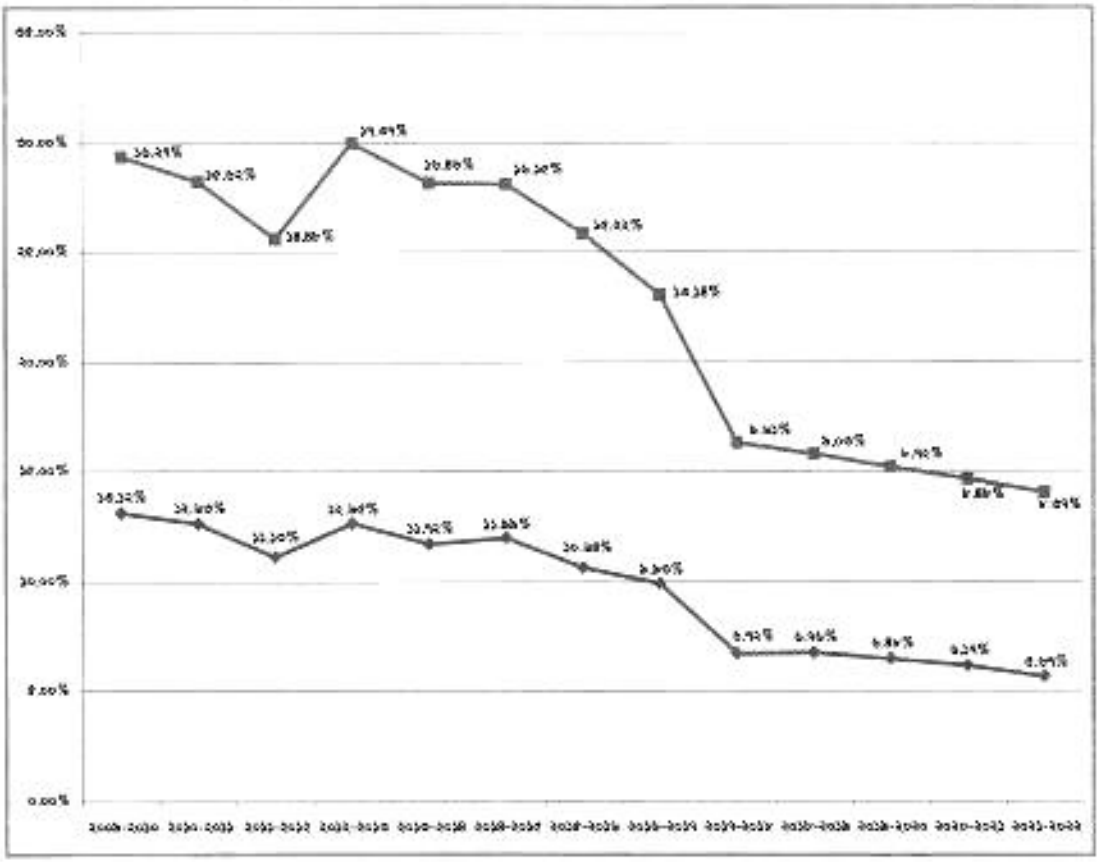

০৬। অর্থ বছরওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত লাইন নির্মাণ ঃ

অর্থ বছর	ক্রমপুঞ্জিত লাইন নির্মাণ (কিঃ মিঃ)
২০০৯-২০১০	৩০৫৫
২০১০-২০১১	৩৩৯২
২০১১-২০১২	৩৫০৩
২০১২-২০১৩	৩৬৭০
২০১৩-২০১৪	৩৯২৩
২০১৪-২০১৫	৪১৮৬
২০১৫-২০১৬	৪৫৬৯
২০১৬-২০১৭	৫২০৭
২০১৭-২০১৮	৬২৫৩
২০১৮-২০১৯	৭১৩৩
২০১৯-২০২০	৭৪৪৫
২০২০-২০২১	৭৮০২
২০২১-২০২২	৭৯৩৯

"বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ-বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন"

অত্র পবিসের উপজেলা সমূহ শতভাগ বিদ্যুতায়ন

ক্রঃ নং	উপজেলা	১০০% বিদ্যুতায়ন
০১	হবিগঞ্জ সদর	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০২	শায়েস্তাগঞ্জ	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৩	লাখাই	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৪	আজমিরীগঞ্জ	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৫	বাহুবল	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৬	মাধবপুর	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৭	নবীগঞ্জ	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৮	চুনারুঘাট	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
০৯	বানিয়াচং	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
১০	দিরাই (আংশিক)	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
১১	শাল্লা (আংশিক)	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
১২	জগন্নাথপুর (আংশিক)	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
১৩	সাদিব নগর (আংশিক)	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে
১৪	ঊনসাদিনগর (আংশিক)	শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন উদ্বোধন হয়েছে

আলোকচিত্রে পবিস এর কতিপয় কার্যক্রম



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান **জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন** হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাপবিবোর্ড ও পবিস কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বৃক্ষ রোপন করেন।



নসরতপুর ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও সদস্য বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য **জনাব আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ আবু জাহির** এমপি মহোদয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



হবিগঞ্জ পবিসের আওতাধীন ৭নং জগদীশপুর ইউনিয়নের খাটুরা গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগের শুভ উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব এডভোকেট মোঃ মাহবুব আলী**।



হবিগঞ্জ পবিসের আওতাধীন বানিয়াচং উপজেলার শ্রীমঙ্গলকান্দি গ্রাম বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করছেন হবিগঞ্জ-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য **জনাব এডভোকেট আব্দুল মজিদ খান এমপি**।

সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন

আলোকচিত্রে পবিস এর কতিপয় কার্যক্রম



হবিগঞ্জ পবিসের আওতাধীন নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল হাইরারঘাট গ্রাম বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করছেন হবিগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য **জনাব শাহ নেওয়াজ মিলাদ গাজী**।



বন্যা দুর্গত মানুষের সেবায় হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ত্রাণ কার্যক্রম-২০২২ খ্রিঃ পরিচালনা করেন **জনাব ফকির শরীফ উদ্দিন আহমেদ**, পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।



মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার **জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন**।

সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২
সমিতির বর্তমান পরিচালনা বোর্ড



জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল তালুকদার
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
(শ্রেণি পেশা)



জনাব হাজী শাহ্ মোজাক্কির আলী
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং ০৭ (নরীপুর)



জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম
অডিট ও এলাকা পরিচালক এলাকা নং ০১
(বরিশাল সদর ও পাথরঘাটা)



জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল কবির লস্কর
কোষাধ্যক্ষ ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং ০৩ (চুনারুঘাট)



জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং ০২ (শাহেরাস্তা ও বাহুবল)



জনাব শাহ আলম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং ০৪ (মাধবপুর)



জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
(আইসেক্টর এটলার্জ)



জনাব মিজানুর রহমান
এলাকা পরিচালক
(শ্রেণি পেশা)



জনাব শামীমা আক্তার
মহিলা পরিচালক



জনাব রুজি খাতুন
মহিলা পরিচালক



জনাব শরীফুন্নেছা রুজি
মহিলা পরিচালক

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বৈদ্যুতিক লোড ব্যবহারে সর্তক হোন

পবিস ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পরিচিতি
পবিস ব্যবস্থাপনা

ক্রমনং	নাম	পদবী
০১	জনাব সুব্রিত কুমার বিশ্বাস	জেনারেল ম্যানেজার ।
০২	জনাব ইসমাত কামাল	ডিজিএম, লাখাই জোনাল অফিস।
০৩	জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ	ডিজিএম, নবীগঞ্জ জোনাল অফিস।
০৪	জনাব মোঃ পারভেজ ভূইয়া	ডিজিএম, নোয়াপাড়া জোনাল অফিস।
০৫	জনাব প্রকৌশলী মামুন মোল্লা	ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী), সদর দপ্তর।
০৬	জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুদ	ডিজিএম, বানিয়াচং জোনাল অফিস।
০৭	জনাব জুনায়দুর রহমান	ডিজিএম, চুনারঘাট জোনাল অফিস।
০৮	জনাব কাইয়ার নুর	এজিএম (ও এন্ড এম), নোয়াপাড়া জোনাল অফিস।
০৯	জনাব মোঃ ওবায়দুল হক	এজিএম (ও এন্ড এম), চুনারুঘাট জোনাল অফিস।
১০	জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম	এজিএম (ওএন্ডএম), লাখাই জোনাল অফিস।
১১	জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন আকন্দ	এজিএম (ও এন্ড এম), বানিয়াচং জোনাল অফিস।
১২	জনাব শহীদ উল্লাহ	এজিএম (ওএন্ডএম), বাহুবল সাব-জোনাল অফিস।
১৩	জনাব জোয়েল উর-রহমান	এজিএম (ওএন্ডএম), নবীগঞ্জ জোনাল অফিস।
১৪	জনাব সৈয়দ আজহারুল ইসলাম	এজিএম (ওএন্ডএম), মাধবপুর সাব-জোনাল অফিস।
১৫	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	এজিএম (ওএন্ডএম), ইনাতগঞ্জ সাব-জোনাল অফিস।
১৬	জনাব শফিকুল ইসলাম	এজিএম (ই এন্ড সি), সদর দপ্তর।
১৭	জনাব মোহাম্মদ শামিউল আশরাফ	এজিএম (এম এস), সদর দপ্তর।
১৮	জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মাসুদ	এজিএম (অর্থ-হিসাব), সদর দপ্তর
১৯	জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	এজিএম (ওএন্ডএম), সদর দপ্তর।
২০	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	এজিএম (আইটি), সদর দপ্তর।
২১	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন পলাশ	এজিএম (আইটি), সদর দপ্তর।
২২	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	এজিএম (এইচ আর), সদর দপ্তর।
২৩	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	এজিএম (এডমিন), সদর দপ্তর।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মকর্তাগণ

ক্রমনং	নাম	পদবী
০১	জনাব বিপ্লব বাস্টা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট জোন, বাপবিবো, সিলেট।
০২	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন মুন্সী	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
০৩	জনাব সাইফুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, হবিগঞ্জ পবিস সাইট অফিস।

আইন উপদেষ্টা

ক্রমনং	নাম	পদবী
০১	জনাব এম এম জয়নাল আবেদীন	আইন উপদেষ্টা।

রিটেইনার ডাক্তার

ক্রমনং	নাম	পদবী
০১	ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দীন ভূইয়া	রিটেইনার ডাক্তার, সদর দপ্তর।
০২	ডাঃ চম্পক কিশোর সাহা সুমন	রিটেইনার ডাক্তার, নবীগঞ্জ জোনাল অফিস।
০৩	ডাঃ মনির লস্কর	রিটেইনার ডাক্তার, বানিয়াচং জোনাল অফিস।

বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংক শাখা সমূহের তালিকাঃ

পথ হাসিনার উদ্যোগ

সদর দপ্তরের আওতাধীন ব্যাংক

১।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তাগঞ্জ শাখা
২।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	গোপায়া শাখা
৩।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	অলিপুর শাখা
৪।	জনতা ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তাগঞ্জ শাখা
৫।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তাগঞ্জ শাখা
৬।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	সুতাং বাজার শাখা
৭।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	হবিগঞ্জ শাখা
৮।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	পৈল শাখা
৯।	এবি ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তানগর শাখা
১০।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	হবিগঞ্জ শাখা
১১।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	ওলিপুর শাখা
১২।	ইসলামী ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তাগঞ্জ শাখা
১৩।	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	শায়েস্তাগঞ্জ উপশাখা
১৪।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	অলিপুর উপশাখা

নোয়াপাড়া জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক

১।	জনতা ব্যাংক লিঃ	নোয়াপাড়া শাখা
২।	জনতা ব্যাংক লিঃ	ছাতিয়াইন শাখা
৩।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	ধর্মঘর শাখা
৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	তেলিয়াপাড়া শাখা
৫।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কাশিমনগর শাখা
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চৌমুহনী শাখা
৭।	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	নোয়াপাড়া শাখা
৮।	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	নোয়াপাড়া শাখা

লাখাই জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহঃ

১।	জনতা ব্যাংক লিঃ	নুন্না বাজার শাখা
২।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	লাখাই শাখা
৩।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মোড়াকড়ি শাখা
৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কালাউক শাখা
৫।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মাদনা শাখা

ইনাতগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহঃ

১।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	ইনাতগঞ্জ শাখা
২।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কাজীরগঞ্জ শাখা
৩।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	বোয়ালিয়া শাখা

বাহুবল সাব জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহঃ

১।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	পুটিজুরী শাখা
২।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ডুবাঐ শাখা
৩।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	বাহুবল শাখা
৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মীরপুর শাখা
৫।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	নন্দনপুর শাখা
৬।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	মীরপুর শাখা
৭।	বেসিক ব্যাংক লিঃ	মীরপুর শাখা
৮।	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	বাহুবল শাখা
৯।	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	মীরপুর উপশাখা

আজমিরীগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহঃ

১।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কাকাইলছেও শাখা
২।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	আজমিরীগঞ্জ শাখা
৩।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	পাহাড়পুর শাখা

নবীগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহ ঃ

১।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা
২।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	কৈলাশগঞ্জ শাখা
৩।	জনতা ব্যাংক লিঃ	গোপলার বাজার শাখা
৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	নবীগঞ্জ শাখা
৫।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	পানিউন্দা শাখা
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ইমামবাড়ী শাখা
৭।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	বোয়ালিয়া শাখা
৮।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	আউশকান্দি শাখা
৯।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	সৈয়দপুর বাজার শাখা
১০।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	গজনাইপুর শাখা
১১।	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা
১২।	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	আউশকান্দি শাখা
১৩।	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা
১৪।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা
১৫।	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা
১৬।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	নবীগঞ্জ শাখা

বানিয়াচং জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহ ঃ

১।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	নাগুড়া শাখা
২।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	সুজাতপুর শাখা
৩।	জনতা ব্যাংক লিঃ	মার্কুলী শাখা
৪।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	বানিয়াচং শাখা
৫।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	গ্যানিংগঞ্জ শাখা
৬।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	বানিয়াচং উপশাখা

চুনারুঘাট জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহ ঃ

১।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	রাজার বাজার শাখা
২।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	পুরান বাজার শাখা
৩।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	গাজীপুর শাখা
৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	আমুরোড শাখা
৫।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	শাকির মাহমুদ শাখা
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	নালমুখ শাখা
৭।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	সুন্দরপুর শাখা
৮।	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	চুনারুঘাট শাখা
৯।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	চুনারুঘাট শাখা
১০।	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	আসামপাড়া উপ শাখা
১১।	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	চুনারুঘাট এজেন্ট শাখা

মাধবপুর সাব জোনাল অফিসের আওতাধীন ব্যাংক সমূহঃ

১।	জনতা ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
২।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
৩।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মাধবপুর শাখা
৪।	এনআরবি ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
৫।	আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
৬।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
৭।	এবি ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা
৮।	জনতা ব্যাংক লিঃ	মনতলা শাখা
৯।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	মাধবপুর শাখা

বিঃদ্রঃ ইহা ছাড়াও নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, বিকাশ, এজেন্ট ব্যাংক ও টেলিটকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

নিয়মিত ও সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন।

অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ব্যাপারে তথ্য দিন, আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

পবিস এর সাথে জরুরী যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর সমূহঃ

ক্রঃ নং	নাম	মোবাইল নং
০১	জেনারেল ম্যানেজার	০৮৩৩২-৫৬৬৪২
		০১৭৬৯৪০০০৩৩
০২	ডিজিএম, চুনারুঘাট জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০১৯৮২
		০৮৩২৫-৫৬২৫৯
০৩	ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী)	০১৭৬৯৪০১৯৮১
০৪	ডিজিএম, নবীগঞ্জ জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৫৭
		০৮৩২৮-৫৬১৭৯
০৫	ডিজিএম, লোয়াপাড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৫৬
		০৩৭৯৬০০১০৪৩
০৬	ডিজিএম, বানিয়াচং জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৫৮
		০৮৩২৪-৫৬১১১
০৭	ডিজিএম, লাখাই জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৬৭৭
০৮	এ জি এম (অর্থ-হিসাব)	০১৭৬৯৪০২৩৫০
০৯	এ জি এম (অর্থ-রাজস্ব)	০১৭৬৯৪০০৪৭২
১০	এ জি এম (সঃ সেবা)	০১৭৬৯৪০০৪৭১
১১	এ জি এম (এইচ আর)	০১৭৬৯৪০২৫৭৪
১২	এ জি এম (প্রশাসন)	০১৭৬৯৪০০৪৭৭
১৩	এ জি এম (ইএন্ডসি)	০১৭৬৯৪০০৪৭৩
১৪	এ জি এম (আইটি)	০১৭০৪১০৬৬১৪
১৫	এজিএম (ওএন্ডএম), লোয়াপাড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৪৭৬
১৬	এ জি এম (ওএন্ডএম), চুনারুঘাট জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৪৭৫
১৭	এ জি এম (ওএন্ডএম) সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০০৪৭৪
১৮	এ জি এম (ওএন্ডএম), নবীগঞ্জ জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০১২৪৫
১৯	এজিএম(ওএন্ডএম), বানিয়াচং জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৪৭৮
২০	এজিএম(ওএন্ডএম), লাখাই জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০২৩১২
২১	এজিএম(ওএন্ডএম), বাহুবল সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭১৩৩
২২	এজিএম(ওএন্ডএম), আজমিরীগঞ্জ সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৭৪০
২৩	এজিএম(ওএন্ডএম), মাধবপুর সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৭৪১
২৪	এজিএম(ওএন্ডএম), ইনাতগঞ্জ সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৯৬৫
২৫	এজিএম (আইটি)	০১৭০৪১০৮৮৭৬
২৬	লাখাই অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৭
২৭	অভিযোগ কেন্দ্র (সদর দপ্তর)	০১৭৬৯৪০১২৩৪
২৮	নবীগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩০
		০৮৩২৮-৫৬০৭০
২৯	বানিয়াচং অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৯
৩০	চুনারুঘাট সদর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২১৯
৩১	মাধবপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২০

ক্রঃ নং	নাম	মোবাইল নং
৩২	বাহুবল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২১
৩৩	আজমিরীগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৪৪
৩৪	শায়েস্তাগঞ্জ এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০১২২২
৩৫	লোয়াপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৫
৩৬	আসমপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৩
৩৭	সুলতানসী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৫
৩৮	চৌমহনী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৬
৩৯	ইনাতগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩১
৪০	দেবপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩২
৪১	কাদীরগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৪১
৪২	ইমামবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৩
৪৩	তেলিয়াপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৭
৪৪	আউশকান্দি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৪০
৪৫	কবাব অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৯
৪৬	নালমুখ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৪
৪৭	বড়বাহুলা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২৮
৪৮	ধর্মঘর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৩৮
৪৯	বালিথাল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৪৩
৫০	গ্যানিংগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২৪২
৫১	বাংলা বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২৬৫৮
৫২	শাকির মোহাম্মদ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২১৮৫
৫৩	মাধবপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১২২০
৫৪	শ্রীরপুর এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০১২২৬
৫৫	মাদনা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭০৯৮
৫৬	নিশুন্ডর বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৬০৮
৫৭	ইকরাম অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৫০৭
৫৮	পানিউমদা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৭৬৭
৫৯	সাধুর বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭২৫৫
৬০	রাশীগাঁও অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৮৯৯১

বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমিটির ফোন নম্বর সমূহঃ

৬১	এজিএম সদস্য (সেবা)	০১৭৬৯৪০০৪৭১
৬২	সদস্য সেবা কো-অর্ডিনেটর (হট লাইন নাম্বার)	০১৭৬৯৪০৪০৫৭
৬৩	এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর	০১৭০৪১০৬৩৫১
৬৪	হিসাব রক্ষক	০১৭০৪১০৬৩৫২
৬৫	সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০১৭০৪১০৬৩৫০

ইলেক্ট্রিসিটি এ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত ২০১৮

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতি সাধনের কারণে ইলেক্ট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ

বিদ্যুৎ আইনের ধারা	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২ (১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩২ (২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৩ (১) কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে	অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র অথবা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশবিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধণ করিলে	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড	কোন ব্যক্তির ধারা-৩৫ এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে	অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড।	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত। (ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; (খ) মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তি পার্শ্বসংযোগ প্রদান করিলে; (গ) মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিস্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে; (ঘ) লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে।	অনধিক ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনার অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধা গ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে।	অন্যূন ৭ (সাত) বছর এবং অনধিক ১০ (দশ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৪০ অন্যান্য অপরাধের দন্ড	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই এরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে;	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

Print & Design-Apurbo Printers 01766242724

"বিদ্যুৎ চুরি রোধ করি, সোনার বাংলাদেশ গড়ি"